UNIC Dhaka

জাতিসংঘ সংবাদ
DATELINE UN

A Monthly News Bulletin from UNIC Dhaka

INTERNATIONAL YEAR OF FORESTS • 2011

জানুয়ারি ২০১১ January 2011

২৩তম বর্ষ প্রথম সংখ্যা Volume-XXII, No. I

আন্তর্জাতিক বর্ষসমূহ ১১

আন্তর্জাতিক বন বর্ষ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫/২২৯ প্রস্তাব পাসের মাধ্যমে, ২০১১ সালকে আন্তর্জাতিক বন বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্বের যেসব বনাঞ্চল এবং এর ওপর নির্ভরশীল মানুষের যেসব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নে জনগণের মুখ্য ভূমিকা পালনের মতো দ্বৈত সুযোগ এনে দেয়া আন্তর্জাতিক বন বর্ষ ২০১১-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বনাঞ্চলের বহুমুখী ব্যবহার তুলে ধরা। বনাঞ্চল মানুষের আশ্রয়ের জীববৈচিত্র্যের বসতির যোগান দেয়, বন থেকে মানুষ খাদ্য, ওষুধ, সজীব বাতাস ও পরিষ্কার পানি গ্রহণ করে এবং স্থিতিশীল বৈশ্বিক জলবায়ু ও পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণে বনাঞ্চলের ভূমিকা অপরিসীম।

প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা: United Nations Forum on Forests Secretariat, UNDESA
ওয়েবসাইট: www.un.org/forests

আফ্রিকা বংশোদ্ভুত জনগণের জন্য আন্তর্জাতিক বর্ষ

২০১১ সালকে আফিকা বংশোদ্ভুত জনগণের আন্তর্জাতিক বর্ষ হিসেবে উদযাপন করা হচ্ছে। এই আন্তর্জাতিক বর্ষটি উদযাপনের লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় কার্য এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে জোরদার করার মাধ্যমে আফ্রিকা বংশোদ্ভুত জনগণের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলো পুরণের পুর্ণ সুবিধা প্রদান; সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও একত্রীকরণ এবং তাদের বৈচিত্র্যময় ইতিহাস এবং সংস্কৃতিগত জ্ঞানকে ত্বরান্বিত করা।

প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা: OHCHR

আন্তর্জাতিক রসায়ন বর্ষ

মানব জাতির কল্যাণে রসায়ন বিজ্ঞানের অবদান ও কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সালকে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক রসায়ন বর্ষ হিসেবে উদযাপন করা হচ্ছে। 'রসায়ন আমাদের জীবন, আমাদের ভবিষ্যৎ,' শীর্ষক প্রতিপাদ্যের আওতায় আন্তর্জাতিক রসায়ন বর্ষ ২০১১ সকল বয়সের মানুষের জন্য পারস্পরিক ক্রিয়া, বিনোদন এবং শিক্ষামূলকসহ বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলির সুযোগ এনে দেবে। এছাড়া স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ দানের মাধ্যমে রসায়ন বর্ষ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।

প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা: UNESCO
ওয়েবসাইট: www.chemistry2011.org

আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ

১২ আগস্ট (২০১০-১১ আগস্ট ২০১১)

এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম, সংস্কৃতি থেকে সংস্কৃতি এবং এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মের সকল যুবকের মধ্যে ভাব বিনিময় ও আলোচনাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক যুব দিবসে শুরু হলো আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ। বিশ্বে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী যুবক মানুষের সংখ্যা ১.২ বিলিয়নেরও বেশি, যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৮ ভাগ। সমাজ নির্মাণে যুবসমাজের অবদান এবং বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে তুলে ধরার এক অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছে আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ। এই বর্ষ পালনে প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে জাতিসংঘ যুব কার্যক্রম, UNDESA.

ওয়েবসাইট: social.un.org/youthyear

জাতিসংঘের অগ্রাধিকার এগিয়ে নিতে '৭৭ জাতিগোষ্ঠীর' উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ভূমিকা রাখতে হবে: বান

মহাসচিব বান কি-মুন বলেছেন, '৭৭ জাতিগোষ্ঠী ও চীন' নামে পরিচিত উন্নয়নশীল দেশগুলোর বলয়কে বিশ্বের দারিদ্র্যবিরোধী লক্ষ্যগুলো থেকে জলবায়ু পরিবর্তন ও নারীর ক্ষমতায়ন পর্যন্ত জাতিসংঘের সব লক্ষ্য অর্জনে তার বক্তব্য শ্রবণ করাতে হবে।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জি-৭৭-এর সভাপতির দায়িত্ব ইয়েমেন থেকে আর্জেন্টিনার কাছে হস্তান্তর উপলক্ষে ১২ জানুয়ারি এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'পরিবর্তনশীল সময়ের প্রয়োজন পরিবর্তনশীল প্রতিষ্ঠান।' ১৯৬৪ সালে ৭৭টি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে স্থাপিত হলেও বর্তমানে সচরাচর চীনসহ ১৩০টির বেশি দেশের প্রতিনিধিত্বে এই গোষ্ঠী জাতিসংঘ ব্যবস্থার মধ্যে সব প্রধান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক বিষয়ে সম্মিলিত অর্থনৈতিক স্বার্থ তুলে ধরা ও এগিয়ে নেয়া এবং যৌথ আলোচনার সামর্থ্য জোরদারে দক্ষিণের দেশগুলোর জন্য উপায়ের ব্যবস্থা করে।

মি. বান বলেন, 'অনেকের জন্য গুটি কয়েক যখন কথা বলার দাবি করতে পারত, তখনকার দিনগুলো চলে গেছে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক শাসনের সংস্কার ও জোরদার করার কাজ কষ্টকর হতে থাকবে। কিন্তু তা অপরিহার্য।' তিনি বলেন, 'এটা সম্পন্ন হতে দেখার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের একটা কেন্দ্রীয় ভূমিকা রয়েছে এবং তা সবার জন্য সমৃদ্ধি ও সামাজিক সুবিচারের পথে নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমরা এই এজেন্ডা এগিয়ে নিতে গেলে জি-৭৭ ও চীনের কথা শুনতেই হবে।' তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'আমাদের শরিকানা প্রচেষ্টা হলো দারিদ্র্য মোকাবেলা ও সবার জন্য সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা।'

মি. বান বলেন, উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য লাঘব সহায়তা হিসেবে বার্ষিক ১০ হাজার কোটি ডলারের সবুজ জলবায়ু তহবিল স্থাপন এবং বন উজাড় রোধের প্রয়াস এবং খাপ খাওয়ানো ও প্রযুক্তি সহযোগিতার ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই অর্জিত সুফলের ভিত্তিতে জি-৭৭ ও চীনের সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার প্রয়াস ও ২০১১ সালের একটি উচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে অব্যাহত রাখতে হবে।

২০১৫ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য, মা ও শিশুমৃত্যু, বেশ কয়েকটি রোগ-ব্যাধি এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার সুযোগের অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে ২০০০ সালের জাতিসংঘ মিলেনিয়াম শীর্ষ সম্মেলনে নির্ধারিত আটটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যের কথা উলে-খ করে তিনি বলেন, 'আমি আপনাদের কাছে মিলেনিয়াম উন্নয়ন লক্ষ্যগুলোর (এমডিজি) ক্ষেত্রে আমাদের গতিধারা ধরে রাখার প্রত্যাশাও করব।' তিনি বলেন, 'বিশেষ করে মে মাসে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠেয় চতুর্থ স্বল্পোন্নত রাষ্ট্র সম্মেলনের প্রতি জোরালো সমর্থদানে ৭৭ জাতিগোষ্ঠীর ওপর আমি ভরসা করি। বস্তুতপক্ষে আমাদের মনোযোগের ওপর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণদের একটা বিশেষ দাবি রয়েছে-তা যে কেবল তারা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনের সম্মুখীন তজ্জন্য নয়, বরং তাদের জন্য বিনিয়োগের মাধ্যমে, তাদের চাকরি ও খাদ্য নিরাপত্তা এবং সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমেই আমরা চরম দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আঘাত হানতে পারি।'

তিনি জোর দিয়ে বলেন, এ ধরনের একটি উদ্যোগের মর্মমূলে থাকতে হবে নারীর ক্ষমতায়ন। তিনি উলে-খ করেন যে, ব্রাজিলের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট এবং অস্ট্রেলিয়া, ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের মাধ্যমে গত বছর রাজনৈতিক মাইলফলক প্রত্যক্ষ করেছে।

পরিশেষে তিনি বলেন, আগামী বছরের দিকে চেয়ে দেখতে গিয়ে আমি জোরালো বহুপক্ষবাদের প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব দিতে চাই। বিশেষ করে সম্পদের অপ্রতুলতাও জাতিসংঘের কাছে চাহিদা বাড়ার কারণে আমাদের সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বহুপক্ষীয় সহযোগিতা অপরিহার্য। দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি ও জলবায়ু পরিবর্তনকে জয় করতে হলে আমাদের বৃহত্তর মৈত্রী বন্ধন গড়তে হবে এবং নতুন নতুন ধরনের সহযোগিতার প্রবর্তন করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের উন্নততর উপাত্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অপরিহার্য

বীমাকারক, ঋণদাতা, সম্পদ ব্যবস্থাপক ও তাদের গ্রাহকরা জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে ক্রমবর্ধমান হারে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এসব ঝুঁকি বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে–এ প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক উপাত্ত লাভের উন্নততর সুযোগ বিশ্বের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অপরিহার্য। জাতিসংঘের সহায়তাপুষ্ট এক সমীক্ষায় ১২ জানুয়ারি একথা বলা হয়েছে।

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (ইউএনইপি) উদ্যোগে ৬০টি বেশি প্রতিষ্ঠানের *জলবায়ু উপাত্ত পরিসেবার মাধ্যমে খাপ খাওয়ানোর উন্নতি বিধান–আর্থিক খাতের তথ্য চাহিদার ওপর বিশ্ব জরিপের ফল* শীর্ষক আন্তর্জাতিক জরিপে বলা হয়েছে, ব্যবসা কার্যক্রমের ওপর জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবেলা এবং তাদের গ্রাহকদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম পরামর্শ দেয়ার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জলবায়ু পরিবর্তনের পুর্বাভাস, মডেল তৈরি, বিশে-ষণ ও ব্যাখ্যার মতো ফলিত তথ্য লাভের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। জার্মানির স্থিতিশীল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় জরিপ রিপোর্ট সঙ্কলন করা হয়েছে। ইউএনইপির অর্থ উদ্যোগের প্রধান পল ক্লিমেন্টস-হান্ট বলেছেন, 'অর্থনীতি ও সমাজের জলবায়ু সহনীয়তা বাড়াতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য বেসরকারি খাতের সিদ্ধান্ত প্রণেতারা যে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে আজ পর্যন্ত তা অবহেলিত রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করতে হলে গ্রিনহাউস গ্যাস দ্রুত হ্রাস ও বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির অনিবার্য প্রভাবের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর কাজ পাশাপাশি চালিয়ে যেতে হবে।'

তিনি বলেন, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো জলবায়ু সহনীয় অর্থনীতিতে দ্রুত পরিবর্তনে যাতে তাদের গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন শুরু করতে পারে তজ্জন্য যা প্রয়োজন তা চিহ্নিত করার প্রথম পদক্ষেপ এই সমীক্ষা।

ইউএনইপির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে অর্থনৈতিক অভিঘাত হতে পারে সে সম্পর্কিত পুর্বাভাস ও ভবিষ্যদ্বাণী কখনো নিখুঁত হবে না এবং তাতে অনিবার্যভাবে কিছু অনিশ্চয়তার বিষয় থাকবে, কিন্তু আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে যত বেশি তথ্য এবং বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা পাওয়া যাবে, তত ভালোভাবে ঝুঁকির হিসাব করা যাবে। এর ফলে বীমাকারক, পুনঃবীমাকারক, ঋণদাতা ও সম্পদ ব্যবস্থাপকদের পক্ষে আরো কার্যকরভাবে মুল্য নিরুপণ ও এসব ঝুঁকি সামলানো সম্ভব হবে।

এতে বলা হয়, 'এটা কেবল প্রতিটি ব্যবসা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যসম্পাদনের জন্যই নয়, বরং জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের সমগ্র অর্থনৈতিক পরম্পরা এবং যে সামাজিক কল্যাণের ভিত্তি তা রচনা করে তার জন্যও গুরুত্বপুর্ণ হতে পারে।' ডয়েচে ব্যাংকের জলবায়ু বিষয়ক উপদেষ্টামন্ডলীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ইউএনইপির অর্থ বিষয়ক উদ্যোগের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্য গ্রুপের কো-চেয়ার মার্ক ফুলটন বলেছেন, 'সমীক্ষা নিশ্চিত করছে যে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সত্যিকার 'খাপ খাওয়ানোর অনুঘটক' হওয়ার জন্য যা প্রয়োজন তা হলো বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য।'

মি. ফুলটন বলেন, 'আমাদের প্রয়োজন হলো বেসরকারি খাতের সিদ্ধান্ত গ্রহীতাদের জলবায়ু সম্পর্কিত তথ্য লাভের সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণভাবে, আমাদের জলবায়ু মডেল ও পুর্বাভাসের নির্ভরযোগ্যতা ও নির্ভুলতার উন্নতি বিধান করা।'

জার্মান ফেডারেল শিক্ষা ও গবেষণা মন্ত্রণালয়ের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত সমীক্ষায় উলে-খ করা হয়েছে যে, জলবায়ু সংক্রান্ত আরো নির্ভরযোগ্য মডেল তৈরি ও পুর্বাভাসদান নিয়ে অব্যাহত গবেষণা এবং বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান ও বিদ্যমান তথ্যকে ব্যবহারকারীর অনুকুল তথ্যে বর্ধিত রুপায়ণের মাধ্যমে তথ্য ক্ষেত্রে ঘাটতিগুলো পুরণ করা যেতে পারে। এ ধরনের প্রচেষ্টার জন্য সম্ভবত ব্যবহারকারী ও সরবরাহকারী, জন ও বেসরকারি কার্যসম্পাদনকারী এবং বিজ্ঞানী ও সিদ্ধান্ত গ্রহীতাদের মধ্যে আরো নিবিড় সহযোগিতার প্রয়োজন হতে পারে।

ইউএনইপির অর্থ বিষয়ক উদ্যোগ ইউএনইপি ও আর্থিক খাতের মধ্যে একটি বৈশ্বিক অংশীদায়িত্ব। এতে ব্যাংক, বীমাকারক ও তহবিল ব্যবস্থাপকসহ ১৯০টির বেশি প্রতিষ্ঠান আর্থিক কার্যসম্পাদনের ওপর পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়াদির অভিঘাত অনুধাবনে ইউএনইপির সঙ্গে কাজ করে।

নেপাল মিশন শেষে শান্তি প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে প্রচেষ্টা জোরদারে জাতিসংঘের আহ্বান

নেপালে জাতিসংঘ মিশনের (UNMIN) সমাপ্তি উপলক্ষে ১৪ জানুয়ারি মহাসচিব বান কি-মুন ও নিরাপত্তা পরিষদ, নেপাল সরকার ও সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি দেশটির শান্তি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার একটি উপায় খুঁজে বের করার আহ্বান জানিয়েছে।

সরকার ও মাওবাদীরা যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে একটি চুক্তিতে উপনীত হওয়ার পর ২০০৭ সালে UNMIN প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঐ যুদ্ধে ১৩ হাজার লোক প্রাণ হারায়। সরকার ও মাওবাদীরা ১৫ জানুয়ারির মধ্যে শান্তি প্রক্রিয়ার অবশিষ্ট কাজ শেষ করতে প্রতিশ্রুতি দিলে নিরাপত্তা পরিষদ ম্যান্ডেটের অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে জাতিসংঘ পতাকা নামানো অনুষ্ঠানে এক বাণীতে মহাসচিব বান কি-মুন বলেছেন, ‘দুঃখজনকভাবে অগ্রগতি হয়েছে অপ্রতুল। নেপালের শান্তি প্রক্রিয়ার সকল ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধনের মতো আস্থা গড়ে তোলার জন্য সকল পক্ষকে আমি প্রচেষ্টা জোরদারে উৎসাহিত করছি।’

জাতিসংঘের উর্ধ্বতন রাজনৈতিক কর্মকর্তা ট্যামরাট স্যামুয়েল পঠিত বাণীতে মহাসচিব উলেখ করেন যে, UNMIN পক্ষগুলোকে আলোচনার মাধ্যমে চুক্তিতে উপনীত হতে সাহায্য করেছে, যা অস্ত্র ও সেনা

পরিবীক্ষণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

মিশন তার অন্যান্য কাজের মধ্যে ২০০৮ সালে গণপরিষদ গঠনের ঐতিহাসিক নির্বাচনেও সহায়তা করেছে। অস্ত্র পরিবীক্ষণ চুক্তি এবং অস্ত্রবিরতির আচরণ বিধি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের পাশাপাশি এই নির্বাচন মিশনের অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ কাজ ছিল।

মি. বান বলেন, ‘UNMIN তার কার্যকালে শান্তি প্রক্রিয়ার প্রতি আস্থা গড়ে তোলা এবং তার অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্বের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তিনি নেপালের জনগণকে আশ্বাস দেন যে, জাতিসংঘ তার দেশভিত্তিক দল এবং রাজনৈতিক দপ্তরের সংশিষ্টতার মাধ্যমে শান্তি প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত থাকবে।

নেপালে মি. বানের প্রতিনিধি এবং UNMIN প্রধান কারিন ল্যান্ডগ্রেন অনুষ্ঠানে উলেখ করেন যে, জাতিসংঘ গত চার বছর ধরে মিশন মোতায়েনের মাধ্যমে নেপালের শান্তি প্রক্রিয়ায় সহায়তা করার অনুরোধে সাড়া দিয়েছে।

তিনি বলেন, ‘সফল নির্বাচনে সমর্থনদান, যুদ্ধকালীন স্থলমাইন ও বিস্ফোরণ অপসারণ, মাওবাদী সেনাসদস্যদের নিবন্ধন ও প্রতিপাদন এবং অনুপযুক্তদের বরখাস্ত করতে সহায়তাদানে UNMIN নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছে।’

তিনি বলেন, ‘শান্তি প্রক্রিয়ায় মিশনের অবদান একটি সুসম্পাদিত কাজ। অবশিষ্ট প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে নেপালি ও মাওবাদী সেনাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ ও একটি সংবিধান রচনা করা।’ ১৪ জানুয়ারি নিরাপত্তা পরিষদ সভাপতির এক বিবৃতিতে ‘ব্যাপক শান্তি চুক্তি ও অন্যান্য চুক্তিতে প্রদত্ত অঙ্গীকার পুরণ এবং শান্তি প্রক্রিয়ার অনিষ্পন্ন বিষয়গুলো দ্রুত শেষ করার জন্য জোরদার প্রচেষ্টার মাধ্যমে ঐকমত্যের চেতনায় একযোগে কাজ অব্যাহত রাখতে নেপালের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

১৫ সদস্যের সংস্থা শান্তি প্রক্রিয়া সমাপনের কাজে নেপালের জনগণকে সহায়তাদানে মিজ ল্যান্ডগ্রেন ও UNMIN দলের প্রশংসাও করেছেন। সরকারিভাবে ১৫ জানুয়ারি মধ্যরাতে UNMIN-এর সমাপ্তির পর প্রত্যাহারের প্রশাসনিক বিষয়াদি শেষ করার জন্য মিশনের হিসাব-নিকাশ সমাপনের একটি ছোট দল সেখানে থেকে যাবে।

চিত্রে জাতিসংঘের সম্প্রতি কার্যক্রম

আন্তর্জাতিক হলোকাস্ট দিবস পালন

২৭ জানুয়ারি ২০১১

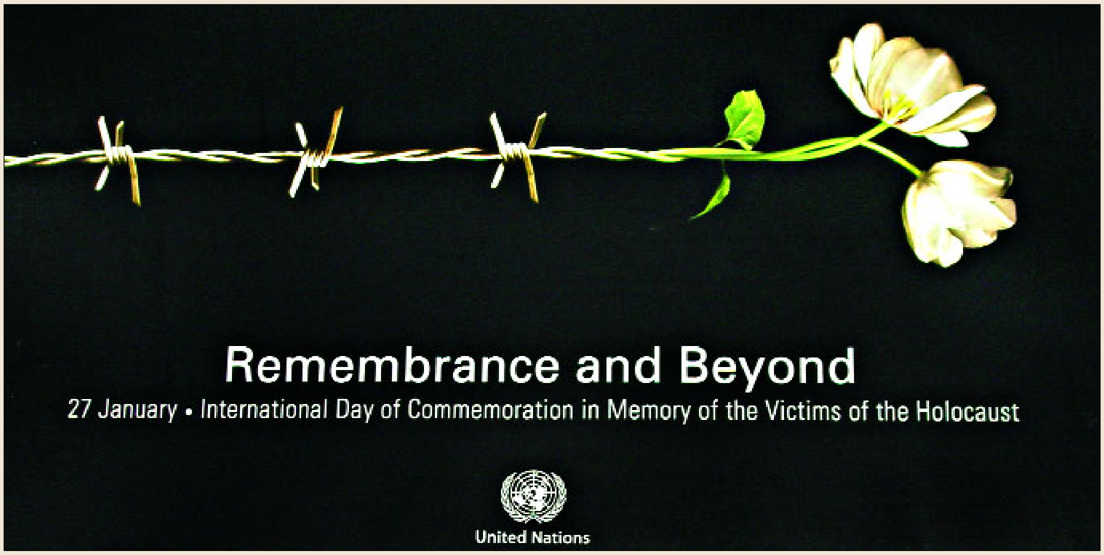

আন্তর্জাতিক হলোকাস্ট দিবস পালন উপলক্ষে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র গত ২৭ জানুয়ারি, ২০১১ তথ্য কেন্দ্রের সভাকক্ষে এক আলোচনা অনুষ্ঠান ও ভিডিও প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কাজী আলী রেজা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন জার্মানিতে মানবতাবিরোধী যেসব কর্মকাণ্ড চালানো হয় সে ব্যাপারে আলোচনা করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সবাই তাদের মতামত তুলে ধরে বলেন, কোনো ধরনের অপরাধই সমর্থনযোগ্য নয় এবং এর বিরুদ্ধে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানের শুরুতে ফুটপ্রিন্ট এবং উইমেন অ্যান্ড হলোকাস্ট নামে দুটি ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বাণী সংবলিত লিফলেট সবার মাঝে বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটির সমন্বয়ক হিসেবে ছিলেন তথ্য কেন্দ্রের লাইব্রেরিয়ান মো. মনিরুজ্জামান।

দারিদ্র্যবিরোধী লড়াই থেকে নিরাপদ বিশ্ব বিনির্মাণে ২০১১ সালের জন্য জাতিসংঘ প্রধানের অগ্রাধিকার

স্থিতিশীল উন্নয়ন এগিয়ে নেয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন লাঘব থেকে নারীর ক্ষমতায়ন ও পারমাণবিক অস্ত্রকে সন্ত্রাসীদের নাগালের বাইরে রাখার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন আগামী বছরের জাতিসংঘ এজেন্ডা তুলে ধরেছেন।

১৪ জানুয়ারি ১৯২ সদস্যের সাধারণ পরিষদে ২০১১ সালের জন্য আটটি অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে তিনি বলেন, 'চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাফল্য অর্জনের কৃতিত্ব আমাদের একার কারো নয়।'

'এটা সম্মিলিতভাবে আমাদের সবার ওপর নির্ভর করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমরা যে অগ্রগতি অর্জন করেছি তা সৃজনে আপনাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আর আমাদের এই উচ্চাভিলাষী এজেন্ডার জন্য আপনাদের অব্যাহত সংশি-ষ্টতা, উদ্যোগ ও নেতৃত্ব অপরিহার্য।

অধিবেশন শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন : ২০১০ সাল যদি জাতিসংঘের জন্য একটা চ্যালেঞ্জের বছর হয়ে থাকে, তাহলে ২০১১ হবে তার চেয়ে আরো বেশি।

মি. বানের তালিকায় প্রথম লক্ষ্য হলো বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে এখনো অনুভূত একটি বিশ্বমন্দার মুখে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থিতিশীল উন্নয়নের ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ করা। বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে খাদ্য নিরাপত্তা, যথোপযুক্ত কাজ, দুর্যোগের ঝুঁকি লাঘব, জলবায়ুর সহনীয়তা ও জ্বালানি বিকাশের ব্যবস্থা করার মানসে ১০ বছরময়াদি একটি জরুরি কর্মসূচি এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে মে মাসে ইস্তাম্বুলে একটি জাতিসংঘ সম্মেলনের কথা উলে-খ করে তিনি বলেন, 'মানুষ তাদের চাকরি, তাদের নিরাপত্তা ও তাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।'

জলবায়ু প্রসঙ্গে তিনি গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন হ্রাস, বনরক্ষা, জলবায়ু অর্থায়ন, খাপ খাওয়ানো ও প্রযুক্তির ওপর মেক্সিকোর কানাডার কানকুনে গত মাসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অর্জিত অগ্রগতির কথা উলে-খ করেন। তিনি বলেন, 'আবারো বলছি, আরো অনেক কিছু করার আছে। আসুন আমরা কাজ নিয়ে এগিয়ে যাই।'

তৃতীয় কৌশলগত অগ্রাধিকার– নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে তিনি পূর্ণ অংশগ্রহণ ও লিঙ্গভিত্তিক সমতা এগিয়ে নেয়া, নারীর প্রতি সহিংসতা মোকাবেলা এবং জাতিসংঘের উর্ধ্বতন নেতৃস্থানীয় পদে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি দেন।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তন, উন্নয়ন শান্তি ও নিরাপত্তার যে বিষয়ই ধরুন না কেন নারী যখন লালিত স্বপ্নের অংশ হয়, বিশ্ব তখন ভালো ফল দেখে।'

চতুর্থ লক্ষ্য একটি অধিকতর নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ বিশ্ব প্রসঙ্গে আলোকপাত করে মি. বান পরাজিত বিদায়ী প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ছাড়তে নারাজ হওয়ার প্রেক্ষিতে কোটে ডি আইভয়েরে গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে জাতিসংঘের চলতি প্রচেষ্টা এবং সুদানে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের কথা উলে-খ করেন, যেখানে দক্ষিণ সুদান স্বাধীনতার জন্য গণভোট দিচ্ছে এবং বিশ্ব সংস্থা দারফুরের যুদ্ধ বিধ্বস্ত পশ্চিমমাঞ্চলে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালাচ্ছে।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ অগ্রাধিকার হলো মানবাধিকারের অগ্রগতি এবং ২০১০ সালে হাইতির বিপর্যয়ের ভূমিকম্প ও পাকিস্তানের বন্যা থেকে গৃহীত শিক্ষার মাধ্যমে বড় ধরনের মানবিক সঙ্কটে সাড়াদানের উন্নয়ন সংক্রান্ত। মি. বান বলেন, 'আমরা আমাদের সামর্থ্যে শান দেয়া এবং আমাদের প্রচেষ্টার সমন্বয় আরো উন্নত করা অব্যাহত রেখেছি। সম্পদের সবচেয়ে ব্যবহার এবং সঙ্কটে একটি সত্যিকার বৈশ্বিক সাড়ার সবচেয়ে দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের আরো বেশি কিছু করতে হবে।... গত বছর পারমাণবিক বিস্তার রোধ চুক্তির (এনপিটি) পর্যালোচনা সম্মেলন এবং রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নতুন পারমাণবিক অস্ত্র হ্রাস চুক্তির পর নিরস্ত্রীকরণ ও পারমাণবিক বিস্তার রোধে অর্জিত গতিধারা বজায় রাখা হলো সপ্তম অগ্রাধিকার।

মি. বান ঘোষণা করেন, 'পারমাণবিক পরীক্ষা পুরোপুরি নিষিদ্ধকরণ চুক্তির অনুমোদন নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা আমরা চালাব। আর আমরা পারমাণবিক নিরাপত্তা ও পারমাণবিক সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করব।'

পরিশেষে একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ আরো ভালোভাবে মোকাবেলায় সক্ষম আরো বেশি আধুনিক, নমনীয় একটি সংস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে তিনি ভেতর থেকে জাতিসংঘকে শক্তিশালী করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, 'আমরা সবাই একটি জাতিসংঘ থেকে সুফল লাভ করব যা আগের চেয়ে বেশি স্বচ্ছ, বেশি জবাবদিহিমূলক, বেশি দক্ষ, কার্যকর ও সচল।' 'যে কথা আমি প্রায়ই বলেছি, আজকের জটিল ও জট পাকানো বিশ্বে অগ্রগতি সবসময় রাতারাতি আসে না। এটা আসে ধাপে ধাপে–কোনো কোনোটা অন্যগুলোর চেয়ে বড় হতে পারে। কিন্তু চাবিকাঠি হলো অবিশ্রান্ত সংকল্প, নাছোড় কূটনীতির সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া। আপনারা আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন। সন্দেহ নেই যে, বিশ্বের যে কোনো সময়ের চেয়ে একটি শক্তিশালী জাতিসংঘ প্রয়োজন।'

জাতিসংঘ রিপোর্ট: আর্থিক সঙ্কট বিশ্বে মজুরি বৃদ্ধি অর্ধেক হ্রাস করেছে

আর্থিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কট ২০০৮ ও ২০০৯ সালে বিশ্বে মজুরি বৃদ্ধি অর্ধেক হ্রাস করেছে। ১৬ ডিসেম্বর জাতিসংঘের এক নতুন রিপোর্টে এ কথা জানানো হয়েছে।

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তরের (আইএলও) এই রিপোর্টের কথা বলতে গিয়ে আইএলও মহাপরিচালক জুয়ান সোমাভিয়া জানান, 'এই সমীক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী কর্মসংস্থান সঙ্কটের আরেকটি দিক তুলে ধরেছে।' তিনি নীতি প্রণেতাদের প্রতি ঈষদুষ্ণ পুনরুদ্ধার জোরদার করার জন্য মজুরি নির্ধারণের ওপর গুরুত্ব দেয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'যে লাখ লাখ লোক চাকরি হারিয়েছে মন্দা কেবল তাদের জন্যই নাটকীয় ছিল না বরং যারা চাকরিতে থেকে গেছে তাদের ক্রয়ক্ষমতা ও সাধারণ কল্যাণ মারাত্মকভাবে হ্রাস করে তাদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।'

বিশ্বের প্রায় ১শ' ৪০ কোটি মজুরি উপার্জনকারীর শতকরা ৯৪ ভাগকে আওতায় নিয়ে ১১৫টি দেশ ও ভূখণ্ডের উপাত্ত বিশে-ষণ করে 'বিশ্ব মজুরি রিপোর্ট ২০১০/১১ সঙ্কটকালের মজুরি নীতি' শীর্ষক রিপোর্ট দেখানো হয়েছে যে, গড় মাসিক মজুরি বৃদ্ধি ২০০৭ সালে সঙ্কট প্রাক্কালে ২.৮ শতাংশ থেকে মন্থর হয়ে ২০০৮ সালে ১.৫ শতাংশ এবং ২০০৯ সালে ১.৬ ভাগে নেমে এসেছে। চীন ছাড়া বিশ্বের গড় মজুরি বৃদ্ধি ২০০৮ সালে ০.৮ শতাংশ ও ২০০৯ সালে ০.৭ শতাংশে নেমে গেছে।

রিপোর্টে এশিয়া ও লাতিন আমেরিকা অঞ্চলে মজুরি বৃদ্ধি মন্থর হওয়ার ক্ষেত্রে উলে-খযোগ্য তারতম্য থাকলেও তা সঙ্গতিপূর্ণভাবে অনুকূল ছিল বলে জানানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে, একটা নাটকীয় পতন ঘটেছে পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায়। উন্নত অর্থনীতির ২৮টি দেশের মধ্যে ২০০৮ সালে ১২টিতে এবং ২০০৯ সালে ৭টিতে প্রকৃত মজুরি হ্রাস পেয়েছে।

২০০৮ সালের পর আইএলও প্রকাশিত এই রিপোর্টের দ্বিতীয় সংখ্যায় বলা হয়েছে, মজুরির ক্ষেত্রে সঙ্কটের সার্বিক স্বল্পমেয়াদি অভিঘাতকে মোট আয়ে মজুরির হিস্যায় দীর্ঘমেয়াদি হ্রাসের প্রেক্ষিতের মধ্যে দেখতে হবে, যা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও মজুরির মধ্যে একটা ক্রমবর্ধমান নিযুক্তি এবং ব্যাপক ও ক্রমবর্ধমান মজুরি অসমতা। বিশেষ করে, এতে বলা হয়েছে যে, প্রাপ্ত উপাত্ত অনুযায়ী মধ্য মজুরির দুই-তৃতীয়াংশের কম হিসেবে উলি-খিত কম বেতনের লোকদের অনুপাত দুই-তৃতীয়াংশের বেশি দেশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে বলা হয়, ভবিষ্যতের দিকে তাকালে মনে হয় যে, পরিবারগুলো তাদের ভোগ বৃদ্ধির জন্য মজুরি কতটা ব্যবহার করতে পারে। সেই পর্যায়ের ওপর

পুনরুদ্ধারের গতি নির্ভর করবে।

মি. সোমাভিয়া বলেন, 'মজুরির অপরিবর্তিত অবস্থা সঙ্কটের একটা গুরুত্বপূর্ণ ট্রিগার এবং অনেক অর্থনীতিতে পুনরুদ্ধারকে দুর্বল করে চলেছে। আমরা বিপুল অপূর্ণ চাহিদা ও অব্যাহত উচ্চ বেকারত্বের মধ্যে এক ন্যূন সমষ্টিভূত চাহিদাপূর্ণ বিশ্বের সম্মুখীন যেখানে সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণেতাদের ঈষদুষ্ণ পুনরুদ্ধার জোরদার এবং দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা দুর করার জন্য কর্মসংস্থান ও মজুরি নির্ধারণের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে।

রিপোর্টে যা তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে শতকরা ৫০ ভাগ দেশ নিয়মিত পর্যালোচনা অথবা সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত শ্রমিকদের ক্রয়ক্ষমতা রক্ষার অংশ হিসেবে ন্যূনতম মজুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ করেছে-যা পূর্ববর্তী সঙ্কটকালে যা করা হয়েছে তা থেকে সরে আসা যখন ন্যূনতম মজুরি স্থির রাখাই ছিল প্রচলিত ধারা এবং যে জন্য দারিদ্র্যে পতিত হওয়ার বিশেষ ঝুঁকিতে থাকা স্বল্প মজুরির শ্রমিকদের সাহায্যার্থে ন্যূনতম মজুরি এবং সামাজিক ও শ্রমবাজার নীতির মধ্যে ভালো বোধগম্যতা থাকা আবশ্যক।

বিশ্ব পর্যটনে ২০১০ সালে জোরালো পুনরুদ্ধার

পর্যটন খাত পরিবীক্ষণে নিয়োজিত জাতিসংঘ সংস্থা ১৭ জানুয়ারি বলেছে, বিশ্বব্যাপী উন্নত অর্থনৈতিক অবস্থাকে ধন্যবাদ যে, ২০০৮ সালের শেষ ও ২০০৯ সালে বিশ্বব্যাপী আর্থিক সঙ্কট ও মন্দার কারণে অবনতির পর গত বছর বিশ্ব পর্যটনে জোরালো পুনরুদ্ধার ঘটেছে।

স্পেনের মাদ্রিদে অবস্থিত বিশ্ব পর্যটন সংস্থা (ইউএনডব-ুটিও) বলেছে, সব অঞ্চলে পর্যটকদের উপস্থিতি বাড়লেও উদীয়মান অর্থনীতিগুলোই এই পুনরুদ্ধারের প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে আছে।

ইউএনডব-ুটিওর মহাসচিব তালেব রিফাই বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক পর্যটনে পুনরুদ্ধার একটা সুসংবাদ, বিশেষ করে সেসব উন্নয়নশীল দেশের জন্য যেগুলো বহু কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব ও চাকরির প্রয়োজনে এ খাতের ওপর নির্ভর করে।'

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, 'এখনো একটা অনিশ্চিত বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিবেশের মধ্যে এখন চ্যালেঞ্জ হবে আগামী বছরগুলোতে এ প্রবৃদ্ধিকে সংহত করা।'

সংস্থা বলেছে, ২০১০ সালে পুনরুদ্ধারে এশিয়া ছিল প্রথম অঞ্চল এবং সবচেয়ে জোরালো প্রবৃদ্ধিও হয়েছে এ অঞ্চলে। গত বছর সেখানে পর্যটকের উপস্থিতি ছিল ২০ কোটি ৪০ লাখ, যা ২০০৯ সালের ১৮ কোটি ১০ লাখের চেয়ে বেশি। আফ্রিকাই একমাত্র অঞ্চল যেখানে ২০০৯ সালে অনুকুল অঙ্ক দেখা গেছে, ২০১০ সালেও এ অঞ্চলে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকে, যাতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিফা বিশ্ব কাপ আয়োজনের মতো ঘটনাদির আংশিক অবদান রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে দুই অঙ্কের প্রাপ্তি ফিরে এসেছে, সেখানে প্রায় সব গন্তব্যেই প্রবৃদ্ধি হয়েছে শতকরা ১০ ভাগ বা তার বেশি।

সংস্থা উলে-খ করে যে, আইসল্যান্ডে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণে বিমান চলাচল ব্যাহত হওয়া ও ইউরো অঞ্চলে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার দরুন অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় ইউরোপে পুনরুদ্ধার ছিল মন্থর। তবে পৃথকভাবে কোনো কোনো দেশ আঞ্চলিক গড় ছাড়িয়ে ভালো করলেও সার্বিক ফলাফল ২০০৯ সালের ক্ষতিকে উৎরে যাওয়ার মতো পর্যাপ্ত ছিল না।

ইউএনডব-ুটিও বলেছে, উত্তর আমেরিকায় অর্থনৈতিক দুর্ভোগ ও ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (এইচ-১ এন-১)-এর প্রাদুর্ভাবজনিত অভিঘাতের দরুন ২০০৯ সালের অবনতি থেকে আমেরিকা ফিরে এসেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি প্রত্যাবর্তন সামগ্রিকভাবে এ অঞ্চলের ফল উন্নয়নে সহায়তা করেছে, যেমনটি করেছে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার আঞ্চলিক সংহতি বৃদ্ধি এবং লাতিন আমেরিকার অর্থনীতির প্রাণশক্তি। দক্ষিণ আমেরিকায় পর্যটনে প্রবৃদ্ধি হয়েছে জোরালো। সংস্থা বলেছে, গত বছরের পুনরুদ্ধারের পর ২০১১ সালে পর্যটনে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে, তবে তা হবে মন্থরগতিতে।

উদীয়মান অর্থনীতিগুলো বৈদেশিক বিনিয়োগের বৃহত্তর হিস্যা আকৃষ্ট করেছে

উন্নয়নশীল ও উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোতে গত বছর বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু উন্নত দেশগুলোতে তা হ্রাস পেয়েছে। বাণিজ্য উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত জাতিসংঘ সংস্থা বিশ্ব বিনিয়োগ প্রবণতার ওপর ১৭ জানুয়ারি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন (আঙ্কটাড) বলেছে, উন্নয়নশীল ও উত্তরণশীল অর্থনীতির দেশগুলো বিশ্ব বিনিয়োগ প্রবাহের অর্ধেকের বেশি পেয়েছে, আর এশিয়া অর্থনীতি ও লাতিন আমেরিকায় এফডিআইর জোরালো প্রত্যাবর্তন ঘটেছে, অঞ্চল হিসেবে ইউরোপে প্রবাহ অত্যন্ত দ্রুত কমেছে।

আঙ্কটাডের গে-াবাল ইনভেস্টমেন্ট ট্রেন্ডস মনিটর (জিআইটিএম) অনুযায়ী বিশ্বে এফডিআইর অভ্যন্তরমুখী প্রবাহ ২০০৯ সালের ১ লাখ ১১ হাজার ৪শ' কোটি ডলার থেকে প্রান্তিকভাবে ১ শতাংশ বেড়ে ২০১০ সালে ১ লাখ ১২ হাজার ৪শ' কোটি ডলারে উন্নীত হয়েছে।

২০১০ সালে নিশ্চল বিশ্ব প্রবাহের সঙ্গে ছিল এফডিআইর উপাদানগুলোর বহুমুখী প্রবণতা। এদিকে বিশেষ করে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৈদেশিক অধিভুক্ত সংস্থাগুলোর বর্ধিত লভ্যাংশ পুনর্বিনিয়োগের আয় বৃদ্ধি করে, বিশ্ব মুদ্রা বাজার ঘিরে অনিশ্চয়তা ও ইউরোপীয় কার্যকর দেনার ফল হয় কোম্পানির অভ্যন্তরে নেতিবাচক ঋণ এবং কম সমমূলধনী বিনিয়োগ।

পূর্ববর্তী মনিটরগুলোতে জানানো হয়েছে যে, গত বছরের এফডিআইর ত্রৈমাসিক ওঠানামা আভাস দিয়েছে, বিশ্বব্যাপী এফডিআইর পুনরুদ্ধার এখনো টলমল, যদিও দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক সময়ে অপ্রত্যাশিত দুর্বলতার পর বিশ্ব এফডিআই প্রবাহ ২০১০ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিক মেয়াদে বেড়ে যায়।

২০১০ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিক মেয়াদের প্রাথমিক উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, বিশ্ব এফডিআই প্রবাহ একটা স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি পথ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে বলে আঙ্কটাড জানিয়েছে। সংস্থা উলে-খ করে যে, এ মেয়াদের বিনিয়োগ প্রবাহ তৃতীয় মেয়াদের তুলনায় সমান বা কিছুটা কম হতে পারে।

পুনর্বিনিয়োগের আয় থেকে উচ্চতর করপোরেট লভ্যাংশ পাওয়া যাবে বর্ণিত ত্রৈমাসিক মেয়াদে, আর সীমান্ত অতিক্রমী একত্রীকরণ ও অর্জন এবং নতুন বিনিয়োগ থেকে দুর্বল সমমূলধনী প্রবাহের ফলে এফডিআই প্রবাহ অব্যাহত থাকবে।

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র, ঢাকা কর্তৃক ইউএন হাউজ, আইডিবি ভবন, বেগম রোকেয়া সরণী, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক সংবাদ বুলেটিন : নির্বাহী সম্পাদক : কাজী আলী রেজা, ফোন : ৮১১ ৮৬ ০০, ওয়েব : www.unicdhaka.org

A Monthly News Bulletin published by the United Nations Information Centre, Dhaka, Bangladesh. Executive Editor : Kazi Ali Reza, Phone : 811 86 00 e-mail : info.unic@undp.org, website : www.unicdhaka.org